পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক অর্জনসমূহ/গৃহীত পদক্ষেপসমূহ/ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ

০১) সমুদ্রসীমা নির্ধারণঃ

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসীত সমুদ্রসীমা ছিল সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। এর প্রেক্ষিতে, গত ০৮ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মিয়ানমার এবং ভারতকে একই সাথে লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি মামলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন আদালতে (International Tribunal for the low of the sea, ITLOS) মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখের ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে। 'ন্যায্যতা'র ভিত্তিতে দেয়া এই রায়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের চর্তুদিকে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয় সমুদ্র, পূর্ণ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের মহীসোপনে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। সরকারের বর্তমান গত মেয়াদে ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত (Permanent Court of Arbitration) কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত নিজ নিজ সমুদ্রসীমা নির্ধারণী সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এই রায়দ্বয় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ ও ভারতের নিজ নিজ সমুদ্র সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে যার বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ নেই। এই দু' টি রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ (মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার) সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল লাভ করে যা মূল ভূ খন্ডের ৮০.৫১ ভাগ। গত ১৪ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে এই রায়দ্বয়ের সমন্বিত প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এ রায়দ্বয়ের ফলে ২০০ নটিক্যাল মাইল বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও গতিশীল করার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। শান্তিপুর্ণভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পদক্ষেপ নিয়ে সফলতা অর্জনের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

০২) বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক প্রথম ব্লু-ইকোনমি ওয়ার্কশপ আয়োজনঃ

০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সমুদ্র সম্পদ আহরণ, সুষ্ঠু-ব্যবস্থাপনা এবং সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন বিষয়ক সভায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-কে এ বিষয়ক লীড মন্ত্রণালয় ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বপ্রণোদিত হয়ে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর-এ বাংলাদেশের নবীন সুনীল অর্থনীতি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতসমূহ নির্ধারণের ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক ব্লু-ইকোনমি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় যা ছিল বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রথম আন্তর্জাতিক ব্লু-ইকোনমি ওয়ার্কশপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপটিতে চল্লিশজন বিদেশী বিশেষজ্ঞসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমনঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আর্মি হেডকোয়ার্টার্স, নৌ-বাহিনী হেডকোয়ার্টার্স, বিমান হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাপেক্স, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, BIWTC, BIWTA, মেরিন একাডেমী, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, এসএমই ফাউন্ডেশন, স্পারসো, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) প্রভৃতি থাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন যেমনঃ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) সহ বিভিন্ন বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের ও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ ওয়ার্কশপটিতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, খনিজ সম্পদ তথা সমুদ্রে সম্পদের উন্নয়ন, সমুদ্র জ্বালানী এবং জৈব-প্রযুক্তির সম্ভাবনা, সমুদ্র বিজ্ঞান, ব্লু-ইকোনমি'র উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তথা বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি খাত-এর উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার কথা জানা যায়। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক প্রথম ব্লু-ইকোনমি ওয়ার্কশপটির Outcome Document হিসেবে প্রকাশিত বইটির একাধিক কপি সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।

০৩) "Policy Guideline for Bangladesh on Blue Economy" শীর্ষক স্ট্র্যাটেজি পেপার প্রণয়ন এবং সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

সুনীল অর্থনীতি'র সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশের পরবর্তী করনীয় নির্ধারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি "Policy Guideline for Bangladesh on Blue Economy" শীর্ষক একটি স্ট্র্যাটেজি পেপার প্রণয়ন করেছে। উক্ত স্ট্র্যাটেজি পেপারটি শিপিং সেক্টর, মেরিকালচার, বায়োটেকনোলজী, সল্ট পেন ও আর্টেমিয়া কালচার, শীপ ব্রেকিং শিল্প, ওয়াটার স্পোর্টস ও কোস্টাল ট্যুরিজম, তিমি (Whale) ও ডলফিন ওয়াচিং ট্যুরিজম, Blue Renewable Energy, Marine Spatial Planning-সহ সুনীল অর্থনীতি-এর অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান, ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও করণীয়

সম্পর্কে একটি গাইড লাইন প্রদান করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ এজেন্সী/ বিশ্ববিদ্যালয়/বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে এই স্ট্র্যাটেজি পেপারটি প্রণয়নের কাজে সহযোগিতা করেছে।

সামুদ্রিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও পরিপূণ সদ্ব্যবহার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিকনির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তক ইতোমধ্যে সুনীল অর্থনীতি'র বিভিন্ন খাত ও উপখাত যথাঃ সমুদ্রে মালামাল নিয়ে জাহাজ চলাচল, জাহাজের ইন্সরেন্স, শিপিং এজেন্ট, মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ, বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, মেরিন অ্যাকুয়াকালচার, মেরিন ও কোস্টাল ট্যুরিজম, ক্রুজ ট্যুরিজম, সমুদ্রে তলদেশে তেল , গ্যাস সহ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ, গ্যাস হাইড্রেট আহরণ, সমুদ্রের মাছ থেকে বিভিন্ন ঔষধ- কসমেটিকস তৈরী, পার্ল কালচার সী ওইড কালচার, মেরিন বায়োটেকনোলজি, সমুদ্র বন্দর নির্মাণ সহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

০৪) বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক ডায়ালগ আয়োজনঃ

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর-এ 'আন্তর্জাতিক ব্লু-ইকোনমি ওয়ার্কশপ'টি আয়োজনের পরে প্রায় ০৩ বছর সময় এ বিষয়ক লীড মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনীল অর্থনীতি'র খাতসমূহ উন্নয়ন এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণের কোন উদ্যোগ না নেয়ায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি সেক্টরের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতসমূহের মধ্যে অধিক সম্ভাবনাময় খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ, সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন, এর চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় আরেকটি ডায়ালগ এর আয়োজন করে যাতে প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ডায়লগেও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আর্মি হেডকোয়াটার্স, বিমান হেডকোয়াটার্স, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, পেট্রোবাংলা, ব্লু ইকোনমী সেল, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাপেক্স, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, BIWTC, BIWTA, মেরিন একাডেমী, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, এসএমই ফাউন্ডেশন, স্পারসো, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) প্রভৃতি থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বুয়েট) এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন যেমনঃ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) সহ বিভিন্ন বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের ও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ ডায়ালগটিতে ফিশারিজ ও আকুয়াকালচার, জাতিসংঘে পেশকৃত মহীসোপানের দাবী, আঞ্চলিক শিপিং ও মেরিটাইম যোগাযোগ, বায়োটেকনোলজি, ট্যুরিজম, এসডিজি-১৪, টেকসই উন্নয়নে মেরিন স্পেশিয়াল প্লানিং, সমুদ্র নির্ভর টেকসই উন্নয়নে আনক্লজের ভূমিকা, টেকসই সমুদ্র অর্থনীতির জন্য সমুদ্র সম্পদের বাজার ব্যবস্থাপনা, বঙ্গোপসাগরে এর বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক ডায়ালগটির Outcome Document হিসেবে প্রকাশিত বইটির একাধিক কপি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫) ঢাকায় '৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রীপর্যায়ের কনফারেন্স' আয়োজনঃ

৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল-এ'৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রীপর্যায়ের কনফারেন্স'অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এটি ৩য় আয়োজন। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অংশটি ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখমাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এরপূর্বে সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চারটি কার্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কনফারেন্সে অস্ট্রেলিয়া, ইরান, শ্রীলঙ্কা, কমোরোস এবং সীশেলজ-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সোমালিয়া ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, কেনিয়ার কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রী, মরিশাস থেকে সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী, মালদ্বীপের সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াIndian Ocean Rim Association (IORA) এবংInternational Seabed Authority (ISA)-এর সেক্রেটারী জেনারেলবৃন্দ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

কনফারেন্সে শেষে, ঢাকা ঘোষণা'Dhaka Declaration' গৃহীত হয় যার লক্ষ্য IORA সদস্য রাষ্ট্র এবং সংলাপ অংশীদারদের আগামী বছরগুলিতে ব্লু ইকোনমি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও জোরদার ও গভীরতর করার প্রতিশ্রুতি।

০৬) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিঃ

২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যের অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রাপ্ত বিবিধ খনিজ ও প্রানিজ সম্পদ এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে সম্প্রসারিত মহীসোপানে অবস্থিত সমুদ্র তলদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য যেসব Common heritage রয়েছে, এগুলোর

পরিমাণ নির্ধারণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার অনুরোধ করে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। পাশাপাশি, অত্র মন্ত্রণালয়-এর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশসমূহ থেকে ওশানোগ্রাফি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠদান করেছেন।

পাশাপাশি, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ রিসার্চ ইন্সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অত্র মন্ত্রণালয় যথার্থ উদ্যোগ রেখেছে। বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ রিসার্চ ইন্সটিটিউটটিতে দক্ষ জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রেও অত্র মন্ত্রণালয় ভূমিকা রেখে চলছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের পরে বঙ্গোপসাগরে আর Fish Stock Assessment করা হয়নি। Stock Assessment করার জন্য মালয়েশিয়া থেকে ক্রয়কৃত মীন সন্ধানী জাহাজটি ক্রয় করার ক্ষেত্রেও অত্র মন্ত্রণালয় যথার্থ ভূমিকা রেখেছে।

এছাড়া, সুনীল অর্থনীতি কনসেপ্টটির বিভিন্ন দিকসমূহ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) বিভিন্ন সরকারী প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ সহ অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নের উপর লেকচার প্রদান করে আসছেন।

০৭) সুনীল অর্থনীতির বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন উদ্যোগঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাক্রমে ভারত ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সুনীল অর্থনীতি এবং মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নে সহযোগিতা বিষয়ক দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ সমঝোতা স্মারকটির কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে ইতিমধ্যে শেয়ার করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারকদ্বয়ে উল্লিখিত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়নে স্ব স্ব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত দু'টি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এছাড়া, এ ক্ষেত্রের টেকসই উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কথা বিবেচনা করে এ সকল দেশসমূহের সাথে সুনীল অর্থনীতি ও সামুদ্রিক সহযোগিতা-বিষয়ক সহযোগিতার বিভিন্ন উদ্যোগ অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নেয়া হচ্ছে।

০৮) সুনীল অর্থনীতির বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন উদ্যোগ চারা বহুপাক্ষিক ফোরামে গৃহীত উদ্যোগসমূহঃ

ক) ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা (IORA)-এর আট (০৮) টি প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ের মধ্যে Blue Economy অন্যতম। এ সংস্থার ২৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে Blue Economy বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রথমবারের মত আয়োজিত "লীডার্স সামিট"-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মত বাংলাদেশে IORA Blue Economy Ministerial Meeting আয়োজনের ঘোষণা প্রদান করেন যা এ সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করবে এবং Blue Economy-সহ অন্যান্য সকল সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে। উল্লেখ্য, Indian Ocean Rim Association (IORA) এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ মেরিন বায়োটেকনোলজি এবং Oyster Culture বিষয়ে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

খ) গভীর সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, সমুদ্রের তলদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের গবেষণামূলক কর্মকান্ড এবং সমুদ্রের তলদেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান বিষয়ক বিভিন্ন চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় International Seabed Authority (ISA)'র সকল অধিবেশনে নিয়মিত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, যে কোন উপকূলীয় রাষ্ট্রের ৩৫০ নটিক্যাল মাইল এর বাইরে সমুদ্রের তলদেশে খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড International Seabed Authority (ISA) অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) ২০১৬-১৭ মেয়াদে International Seabed Authority (ISA) Assembly এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন। রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ) ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে International Seabed Authority (ISA)-এর ২৬ তম কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ২০২০-২২ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

গ) বিগত ১৭-১৯ মে ২০২১ তারিখে Eighth Session of the IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO-VIII) অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের এই সেশনের সমাপ্তি দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম আফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম দুই বছর মেয়াদে IOCINDIO এর চেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন। IOCINDIO এর চেয়ার হিসেবে মূল লক্ষ্য হলো দূরদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমুদ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং IOCINDIO-কে রিজিওনাল কমিটি থেকে সাবকমিশনে উন্নীতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

০৯) সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নঃ

২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ১১ তম জাতীয় সংসদের ১৫ তম অধিবেশনে বহুল প্রতীক্ষিত 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিল মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি বিলটি পাশের জন্য সকালের অধিবেশনে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত ঐতিহাসিক 'Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974' আইনটিতে বাস্তবতার নিরিখে United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982), আন্তর্জাতিক আইনসমূহ এবং সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার রায়সমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিল বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের মানুষের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, টেকসইভাবে অনুসন্ধান ও আহরণ, সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ সুফল অর্জন এবং সামগ্রিকভাবে দেশ ও দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিলটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

১০) 'সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়নঃ

সমুদ্র বিজয় বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সুনীল অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'সুনীল অর্থনীতি'-কে সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশের পরবর্তী করনীয় নির্ধারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি 'সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা' প্রস্তুত করেছে যা বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে গঠিত 'ব্লু-ইকোনমি সেল'-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। সুনীল অর্থনীতি খাতের উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট ০৯ টি খাত চিহ্নিত করে সে সব খাতের বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যথাযথ কার্যাবলি/প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে রূপরেখা প্রদান করা হয়েছেঃ

১. সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা;
২. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ উন্নয়ন;
৩. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন-এর বিকাশ সাধন;
৫. অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়ন;
৬. স্থিতিশীলজীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ;
৭. জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প সম্প্রসারণ;
৮. সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
৯. মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং বাস্তবায়ন।

উল্লেখ্য, বিগত সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'EU-Bangladesh Joint Collaboration on Blue Economy' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিরূপণে মাঠ পর্যায়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, গবেষক, শিক্ষাবিদ, ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সকল অংশীজনের (Stakeholders) মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতামত এবং সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী এবং সুশীল সমাজের সাথে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে করণীয় দিকগুলো নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। উল্লিখিত সমীক্ষা/স্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত উপরোক্ত ০৯ টি খাতের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার লক্ষসমূহ নিম্নরূপঃ

লক্ষ্য-১: সুনীল অর্থনীতির মাধ্যমে 'ভিশন-২০৪১' অর্জন;
লক্ষ্য-২: সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিজ সম্পদ চাষ ও আহরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ;
লক্ষ্য-৩: বন্দর ব্যবস্থাপনা, জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন ও মৎস্য সহ অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ;
লক্ষ্য-৪: জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;
লক্ষ্য-৫: মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলা ও সমুদ্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্য-৬: সুনীল বায়োটেকনোলজি নির্ভর শিল্পায়নের প্রবর্ধন, উদ্ভাবনার প্রসারণ, কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি এবং পর্যটন সেবার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।